১৮৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 2 1999
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ৭ ......

ইউকসু নির্বাচন ॥ ৭ পদে ২৮ মনোনয়নপত্র জমা ॥ ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিং

বুয়েট রিপোর্টার ॥ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ইউকসু) নির্বাচনের জন্য সকল সংগঠন প্যানেল ঘোষণা করেছে এবং মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। ইউকসু'র মোট সাতটি পদের জন্য ২৮ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার ছিল মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার শেষদিন।

এ বছর ইউকসু নির্বাচনে চার ছাত্রসংগঠন অংশ নিচ্ছে। সোমবার দুপুরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট প্রথম মনোনয়নপত্র জমা দেয়। বিকালে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল এবং ছাত্র ইউনিয়ন মনোনয়নপত্র জমা দেয়। ইউকসু '৯৭-এ মোট ছ'টি সংগঠন অংশ নিয়েছিল। এবার জাতীয় ছাত্রসমাজ এবং ইসলামী ছাত্রশিবির কোন মনোনয়নপত্র জমা দেয়নি।

বুয়েটের বিভিন্ন হল ছাত্রসংসদে মূলত ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। অন্য সংগঠনগুলো কিছু কিছু পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। হল সংসদে মোট ১২টি পদ রয়েছে।

ইউকসু'র ভিপি পদের জন্য যাঁরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা হলেন ছাত্রলীগের আনোয়ার পারভেজ শেফীন; ছাত্রদলের হাসিব সাইদ আহমেদ চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের হিলটন দাস এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের মোঃ আশরাফ উদ্দীন ভূইয়া (আকাশ), জিএস পদের জন্য ছাত্রলীগের মোহাম্মদ মোহসিউল ইসলাম আদনান, ছাত্রদলের মোঃ মঞ্জুরুল আলম তুষার, ছাত্র ইউনিয়নের সৌমেন হাজরা এবং ছাত্রফ্রন্টের খান মোহাম্মদ ওয়াহিদ পলাশ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার সকল ছাত্রসংগঠনই বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিদফতরে গিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করে। ঐ দিনই সন্ধ্যায় ছাত্রকল্যাণ পরিচালক বৈধ প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। হল সংসদের বৈধ প্রার্থীদের তালিকা গতরাতেই প্রকাশ করার কথা।

এর আগে রবিবার গভীর রাতে প্রথমবারের মতো ছাত্রলীগের কাউন্সিলরদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ছাত্রলীগের প্রার্থী মনোনীত হয়। ছাত্রলীগের প্যানেল ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি বাহাদুর বেপারী। প্রার্থীদের নাম ঘোষণার প্রাক্কালে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। বাহাদুর বেপারী এবং অজয় কর খোকন বলেন, বুয়েটের মেধাবী ছাত্রদের নির্বাচনই হতে পারে দেশের যে কোন নির্বাচনের জন্য মডেল স্বরূপ। তাঁরা আশা প্রকাশ করে বলেন, বুয়েটের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা যোগ্য প্রার্থীকেই আগামী ১০ মার্চের ইউকসু নির্বাচনে বিজয়ী করবেন।

ইউকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে এবং হলসমূহে মিছিল-মিটিং শুরু হয়েছে। তবে এখনও প্রচারণা জমে ওঠেনি। আশা করা হচ্ছে, আগামী দু'একদিনের মধ্যে নির্বাচনী প্রচারণা জমে উঠবে।